দৈনিক ইনকিলাব

AUG 1986

পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ।

083

উপজেলা পরিক্রমা

সুজানগর

।। মোহাম্মদ আবদুস শুকুর ।।

পাবনা জেলার ১২ মাইল পূর্বে বাংলাদেশের প্রধানতম নদী পদ্মার উত্তর পাড়ে অবস্থিত সুজানগর উপজেলা। এই উপজেলার আদি নাম ছিল গোবিন্দগঞ্জ। কথিত আছে, মোঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে প্রাসাদ কলহে পরাজিত হয়ে শাহজাদা সুজা উদ্দৌলা (সুজা) আরাকান রাজ্যে পালিয়ে যাবার পথে এখানে দু'দিন ও দু'রাত অবস্থান করেন। শাহাজাদা দুজাউদ্দৌলার নাম চিরকাল ধরে রাখার মানসে গোবিন্দগঞ্জ নাম পরিবর্তন হয়ে সুজানগর নামে পরিণত হয়। বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ থানার পরিবর্তে উপজেলায় উন্নীত হয়। এ উপজেলায় জমিদার আমলের অনেক পুরনো স্মৃতি চিহ্ন আজ অবধি বিরাজ করছে। তন্মধ্যে দুলাই আজিম চৌধুর দীঘি এবং বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ; তাঁতিবন্দ জমিদার বাড়ীর তিন তলা বিশিষ্ঠ দু'টি মঠ বা প্রাসাদ (অবশ্য একটা ভেঙ্গে গেছে) জমিদারদের স্বাক্ষ্য বহন করছে। তা ছাড়া সাগর কান্দি এবং অন্যান্য যায়গায় কিছু কিছু পুরনো স্মৃতি বিরাজ করছে। এ উপজেলার পুকুরনিয়া গ্রামে একজন কামেল হযরত মাহাতাব উদ্দীন মর্ত্তের পৃষ্ঠে শুয়ে আছেন। সেখানে প্রতি বছর ওরস হয়। [illegible]

সীমা

উত্তরে সাঁথিয়া উপজেলা, পূর্বে যমুনা নদী ও বেড়া উপজেলার অংশ বিশেষ, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পশ্চিমে পাবনা জেলা সদর।

আয়তন

৮৬,৪০০ একর ১৩৫ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১,৭৭,৭৯৩ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৯১,৩২৩ জন ও মহিলা ৮৬,৪৭০ জন। ইউনিয়ন ১০টি, মৌজা ১৬৪টি, গ্রাম ১৭৫টি, খানা পরিবার ২৪,৭২৫টি, খাদ্যগুদাম ৩টি, বীজগুদাম ২টি, ব্যাংক ৮টি, মসজিদ ২০৯টি, মন্দির ৪৭টি, ক্লাব ১৭টি, সিনেমা হল ২টি (একটি অকেজো)। হস্তচালিত নলকূপ ২,৩৫৪টি। বন বিভাগও ১টি রয়েছে।

কৃষি

এ উপজেলা কৃষি প্রধান। গরীব ধনী সব রকমের কৃষক রয়েছে। আউশ, আমণ, ইরি, বোরো, পাট প্রধান অর্থকরি ফসল। তা ছাড়া কোন কোন এলাকায় ইক্ষুও জন্মে। খেসারী, মটর, রাই, সরিসা, যব, গম, তিসি, মশুর, ছোলা ইত্যাদি রবিশস্য জন্মে। এ উপজেলায় ফসলী জমির পরিমাণ ৬২,২১০ একর। তন্মধ্যে একফসলী ৩২,৪০০ একর, দোফসলী ২৪,৫৬০ একর, তিন ফসলী ৫,২৫০ কের। মধুপুর, বামুন্দি, বনকোলা, চরদুলাই প্রচুর পেঁয়াজ জন্মে। এ উপজেলায় বরাবরই খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। প্রতি বছর খরা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যায়। গভীর নলকূপ ১৭টি, অগভীর নলকূপ ৪৪৩টি, শক্তি চালিত পাম্প ২৩টি রয়েছে। এ উপজেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি হলেও কৃষি উন্নয়নের জন্য সন্তোষজনক কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

স্লুইস গেটে পাম্প হাউজ না থাকায় দারুণ অসুবিধা হচ্ছে। স্লুইস গেটটি এখন কৃষকের মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিকমত পানি সরবরাহের অনিয়ম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে পানির অভাবে আমণ ধানের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে অপরদিকে বর্ষা শেষে পানি ঠিকমত বের না হওয়ার দরুন আমণ ধান কাটা ও রবিশস্য আবাদে দারুণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এ উপজেলায় প্রধান দু'টি বিল রয়েছে। বিল গণ্ড হস্তি ও মতিবিঝল। এ উপজেলায় বর্তমানে মাছের খুবই অভাব দেখা যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে উক্ত বিল দু'টো শুকিয়ে যায়। ফলে, মাছের আরো বেশী অভাব দেখা যাচ্ছে। উপযুক্ত মৎস্য চাষের অভাব রয়েছে। মাছের অভাবে যে কয় ঘর জেলে আছে তারা খুবই দুর্বিসহভাবে জীবন কাটাচ্ছে।

শিক্ষা

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার উপকরণের অভাব-অনটন এবং আসবাব-পত্রসহ বিদ্যালয়ে ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার, বেঞ্চ, ঘরের বেড়া ইত্যাদির অভাব আছে। উল্লেখ, মধুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বেশ কয়েক বছর বিল্ডিং করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত প্লাস্টার করা হয়নি। এ উপজেলায় ৯০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২টি বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়, ২৩টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ২টি দাখেলী মাদ্রাসা, ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ১৬টি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি জুনিয়র বিদ্যালয়, ৩টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং ২টি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষিতের হার শতকরা ১৭.৫ ভাগ। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সুজানগর উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে একটি মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠেছে। কিন্তু উক্ত মহাবিদ্যালয়টির নানান সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন।

সমস্যার আবর্তে হাসপাতাল

সুজানগর উপজেলার হাসপাতালটি আজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। অনেক পুরনো বিছানা-পত্র, তোষকগুলো ময়লায় ভরে গেছে। ২টি ওয়ার্ডের জন্য ৬টি বৈদ্যুতিক পাখা থাকলেও মহিলা ওয়ার্ডে ১টি এবং পুরুষ ওয়ার্ডে ২টি চলে আরগুলো অকেজো। রুগীর শয্যার তুলনায় পাখা কম। অধিকাংশ লাইট বাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে। ২/১টা ভাল আছে। হাসপাতালের নিচতলা এবং ওপর তলার অনেক যায়গাই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। নিচতলায় কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। সন্ধ্যে হলেই ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। ওপর তলায় রুগীদের শয্যা করে দেয়া হলেও রাত্রে উঠা-নামা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সিঁড়ির পাশে কোন লাইট বাল্ব নেই। পুরুষ ওয়ার্ডে রুগীদের জন্য কোন পায়খানা প্রশ্রাবখানা নেই। ফলে, রুগীদের জীবনের বড় ঝুঁকি নিয়ে নিচে নেমে এসে পায়খানা প্রশ্রাব করতে হয়। পানির দারুণ সমস্যা। প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্রের অভাব আছে। প্রয়োজন হলে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়। উপযুক্ত প্যাথলজিস্ট নেই, দন্ত ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ নেই, ব্লাড ব্যাংক নেই, এক্সরে মেশিন নেই, এ্যাম্বুলেন্স নেই। ফলে, মুমূর্ষু রুগীদের জীবনের বড় ঝুঁকি নিয়ে প্রয়োজন হলে পাবনা সদর হাসপাতালে যেতে হয়। এসব সমস্যার আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন বলে সবাই মনে করে। এ উপজেলায় ৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ৪টি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র রয়েছে।

যোগাযোগ

এ উপজেলায় মোট ৯২ মাইল রাস্তা রয়েছে। এরমধ্যে পাকা রাস্তা ৯ মাইল, হেরিং বণ্ড ৭ মাইল এবং ৭৬ মাইল কাঁচা রাস্তা রয়েছে। সুজানগরকে উপজেলায় উন্নীত করা হলেও রাস্তা-ঘাটের মোটেই উন্নয়ন করা হয়নি। সুজানগর থেকে পাবনা মাত্র ১২ মাইল রাস্তা তাও ঠিকমত সংস্কার করা হয়নি। জীবনের বড় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহনে চলাচল করতে হয়। কয়েকটি ভাঙ্গা লক্কড় মার্কা নড়বড়ে বডি ওয়ালা গাড়ী বা মটর পাবনা যাতায়াত করে। ভাড়াও এদের বেশী। ঘোড়ার গাড়ী, রিকশা, মহিষ ও গরুর গাড়ী। এ উপজেলার অধিকাংশ কাঁচা রাস্তাগুলো মানুষ চলাচলের একেবারে অযোগ্য। রাস্তাগুলো কোথাও কোথাও ভাঙ্গা। একটু বৃষ্টি হলেই কাদার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ গ্রামের রাস্তায় মোটেই চলাচল করা যায় না। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। উপজেলাবাসীর চলাচলের জন্য চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। উপজেলার পূর্ব সীমানা প্রায় ২০/২৪ মাইল। এ ২০/২৪ মাইল পথ চলাচলের তেমন কোন উপযুক্ত যানবাহন নেই। ফলে, পদব্রজে সুজানগর উপজেলায় কোন কাজের প্রয়োজন হলে আসতে হয়। রাস্তা ঘাটের উন্নয় করা বিশেষ প্রয়োজন বলে সবাই মনে করে। বিশেষ করে পাবনা থেকে সুজানগর হয়ে পূর্বে কাজীর হাট পর্যন্ত সিএণ্ডবি পাকা রাস্তা হলে সুজানগর উপজেলাবাসীর রাস্তা-ঘাটের দুঃখ দুর্দশার অনেক লাঘব হতো।